সংবাদ

তারিখ ... 28.11.82 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

008

সমস্যার আবর্তে নীলক্ষেত হাইস্কুল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবস্থিত নীলক্ষেত হাইস্কুল আজ নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন। স্কুলের বরাদ্দকৃত জায়গার বেশ কিছু অংশ অবৈধ দখলে থাকার দরুন স্কুলটির উন্নয়ন কাজে হাত দেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

১৯৭৫ সনের ৭ই ফেব্রুয়ারী মাত্র ৩ জন শিক্ষক নিয়ে নীলক্ষেত হাইস্কুলটি হাঁটি হাঁটি পা পা করে যাত্রা শুরু করে। তখন মাত্র ১৩ জন ছাত্র ছাত্রী নিয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণী চালু করা হয়। ১৯৭৬ সনে ৭ম ও ৮ম শ্রেণী, ১৯৭৭ সনে ৯ম ও ৭৮ সনে ১০ম শ্রেণী চালু করা হয়।

১৯৭৬ সনে চাঁদা তুলে স্কুলের পূর্ব দিকে একটি কাচা ঘর উঠানো হয় এবং ৬ ষষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের বসার জায়গা করা হয়। সরকারের অনুমোদনক্রমে প্রাইমারী স্কুলের অফিসকক্ষেই হাইস্কুলের অফিসের যাবতীয় কাজকর্ম চালানো হয়। ১৯৭৭ সন থেকে স্কুলের উন্নয়ন কাজের নিমিত্ত সরকারী সাহায্যের জন্য বহুবার লেখা হয় কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া যায়নি। একমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতায় স্কুলটি কোন রকমে টিকে আছে। সরকার থেকে শুধু টিচার্স বেনিফিটটুকু পাওয়া যাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত মঞ্জুরির বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো :-

১৯৭৬-৭৭ সনে ১০,০০০/-, ১৯৭৭-৭৮ সনে ২০,০০০/-, ১৯৭৮-৭৯ সনে ৩০,০০০/- ১৯৭৯-৮০ সনে ৫০,০০০/-, ১৯৮০-৮১ সনে ৫০,০০০/-, ১৯৮১-৮২ সনে ৫০,০০০/- ১৯৮২-৮৩ সনে ৫০,০০০/-, ১৯৮৩-৮৪ সনে ৬০,০০০/- টাকা।

স্কুলের এক পাশে পুলিশ ফাঁড়ি ও অপর দিকে অস্বাস্থ্যকর বস্তি এলাকা। বস্তির পাশাপাশি কলুষিত পরিবেশে অধ্যয়ন করছে প্রায় ৩৬০ জন ছাত্র-ছাত্রী। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও কর্মচারীদের ৭৫% ৮০% ছেলে মেয়ে এ স্কুলে লেখা পড়া করে। বাকী ২০% বাইরের ছাত্র-ছাত্রীরা লেখা পড়া করে। স্কুলের পরিবেশে ও ক্লাস করার অসুবিধার জন্য বহু মেধাবী ও সচ্ছল পরিবারের ছেলে মেয়েদেরকে তাদের অভিভাবকগণ ৯ম শ্রেণীতে উঠার পূর্বেই তাদেরকে অন্যত্র ভাল স্কুলে নিয়ে যায়। তার ফলে প্রতিবছর ভাল ভাল ছাত্র-ছাত্রীকে স্কুল কর্তৃপক্ষ শিক্ষাদান থেকে বঞ্চিত হয়। স্কুলে বৃষ্টির দিনে ক্লাস করা দুরূহ ব্যাপার। গরম কালে অসহ্য গরমে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাণান্তকর অবস্থা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত নীলক্ষেত হাইস্কুলটিকে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি প্রথম শ্রেণীর স্কুলে পরিণত করা যায়। স্কুলের ১০ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত কমিটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহোদয় মনোনীত সভাপতিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের চার জন সিনিয়র শিক্ষক বিশেষ প্রতিনিধি রয়েছেন। তাছাড়াও দু'জন নির্বাচিত প্রতিনিধিও রয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় উদয়ন স্কুল, ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ল্যাবরেটরী স্কুলে বাহিরের বেশীরভাগ ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করছে। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীদের ছেলেমেয়ে ঐসব স্কুলে লেখাপড়ার খুব কমই সুযোগ পায়। কারণ উপরোক্ত দুইটি স্কুলে ছেলেমেয়েদের পড়াতে হলে মোটা অংকের টাকা ব্যয় করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের পক্ষে অত টাকা খরচ করে ছেলেমেয়েদের পড়ানো মোটেই সম্ভব নয়।

পুঁতিগন্ধময় বস্তি এলাকার কলুষিত পরিবেশ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে স্কুলের চতুর্দিকে দেয়াল তৈরী করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তদুপরি স্কুলের দুই শতাংশ জায়গা এখনো অবৈধ দখলে রয়েছে। এই অবৈধ দখল থেকে লোকজন সরে না যাওয়া পর্যন্ত স্কুলের পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়ন কাজে হাত দেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

অবৈধ দখল থেকে স্কুলের বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ জায়গা স্কুল কর্তৃপক্ষকে বুঝাইয়া দেয়া হয়নি। এব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সক্রিয় পদক্ষেপ না নেয়া পর্যন্ত এ সমস্যার সমাধান সম্ভব হচ্ছে না।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারিগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই অবৈধ দখল থেকে স্কুলের জায়গাটুকু দখলধারীরা ছেড়ে দিলে অনাগত ভবিষ্যৎ শিশু কিশোরদের লেখাপড়ার একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির সমস্ত অন্তরায় দূরীভূত হবে। স্কুলের উন্নয়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি দু'লাখ টাকা মঞ্জুরি দিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, কর্মচারীদের ছেলেমেয়ের পড়াশুনার সুবন্দোবস্ত করার লক্ষ্যেই এই মঞ্জুরি দেয়া হয়েছে। স্কুলের উন্নয়ন কাজে সহায়তা করার জন্য ছাত্র শিক্ষক ও কর্মচারী সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা একান্ত প্রয়োজন।

আনোয়ারুল কাদির
হিসাব পরিচালকের দপ্তর
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।